যায়যায়দিন

তারিখ ···· 11 FEB 2009
পৃষ্ঠা ··· ৫ ··· কলাম ···

শিক্ষানীতির আগে শিক্ষকনীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত

শাকিলা নাছরিন পাপিয়া

ছেলেবেলায় ভাবসম্প্রসারণ পড়েছিলাম, প্রাণ থাকলে প্রাণী হওয়া যায় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ তৈরি হওয়ার জন্য যে মনের প্রয়োজন তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে সুরক্ষার্থে প্রতিটি দেশেই যেমন থাকে শক্তিশালী সেনাবাহিনী, তেমনি দেশে মানব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সৎ, নির্ভীক শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক মানুষের মধ্যে সেই চেতনাবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন যা অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে সহায়তা করে। মানুষকে মানুষ হতে শেখায়, মানুষ আছে বলেই পৃথিবীতে দেশ আছে, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আছে, আছে সভ্যতা, স্বপ্ন, আশা।

শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, তাহলে শিক্ষক সেই মেরুদণ্ড গড়ার কারিগর। মানুষের মধ্য থেকে সুকুমারবৃত্তিগুলোকে বের করে এনে মানুষকে সভ্য এবং সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব শিক্ষকের। যে শিক্ষক সমাজের এ গুরুদায়িত্ব পালনে রত তার জীবনমান নিয়ে ভাবা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। শিক্ষার প্রথম ধাপ প্রাথমিক স্তর। একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর যদি শক্ত না হয় তাহলে বিল্ডিংটি যেমন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় অথবা নড়বড়ে অবস্থায় থাকে তেমনি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় যদি গলদ থাকে তাহলে পরবর্তী শিক্ষা পরিপূর্ণ হবে না।

সরকারের 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার' আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শহরে যারা পড়তে আসে তারা ৯৮% নিম্নবিত্ত। গ্রামেও এখন কিন্ডারগার্টেনের কল্যাণে অনেক জেলাতেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মানেই নিম্নবিত্তের সন্তান।

প্রাথমিক স্তর থেকেই আলাদা হয়ে যাচ্ছে শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা। একই দেশে আলাদা সিলেবাসে আলাদা শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠছে শিশু। শহরের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা রাস্তায় সুন্দর পোশাক, পানির ফ্লাস্ক, আকর্ষণীয় ব্যাগ, মাথায় ক্যাপ পরা কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কল্পনায় তাদের মতো নিজেদের ভাবে। কিছুদিন আগেও নাম ডাকার সময় যারা 'উপস্থিত আপা' বলতো এখন তারা 'ইয়েস ম্যাম' বলে।

প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠার শীর্ষে পৌঁছে জীবনের ধুলো-ময়লা সরিয়ে শৈশবের পৃষ্ঠাগুলো ওল্টালে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবয়ব কি একবারও মনে পড়ে না? সমাজের সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত এসব মানুষকে দেখে তাদের শিক্ষকরা কেবল আত্মতৃপ্তি লাভ করে হাসিমুখে তার ছাত্রছাত্রীটির গল্প বলেই সান্ত্বনা লাভ করবেন যুগের পর যুগ? সমাজের নীতিনির্ধারক গোষ্ঠী যারা তাদের কি কোনোই দায়বদ্ধতা নেই তার শিক্ষকের কাছে? তাদের কি একবারও মনে হয় না প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বয়ে বেড়াচ্ছেন দারিদ্র্যের অভিশাপ? এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি সমাজের সাধারণ মানুষের আস্থা আছে, দুর্নীতিতে ডুবন্ত এ দেশে এখনো সৎ মানুষ খুঁজতে গিয়ে মানুষ শিক্ষকদের শরণাপন্ন হয় কিন্তু বাস্তবে শিক্ষকদের জন্য সামাজিক অবহেলা আর অবজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল বাড়তে বাড়তে ড্রাইভারের বেতন স্কেলের সমতুল্য হতে সক্ষম হয়েছে। জানি না এ লজ্জা শিক্ষকের, না সমগ্র জাতির। শিক্ষকের জীবনমান আকৃষ্ট করে না শিক্ষার্থীকে। শিক্ষার্থীর সম্মুখে শিক্ষক প্রতিবাদহীন, নুয়েপড়া এক দুর্বল মানব। ফলে নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিশুরা আর যাই হোক শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন কখনোই দেখে না।

কিন্ডারগার্টেন অথবা নামিদামি অনেক বেতন দিয়ে পড়া স্কুলের শিক্ষার্থী টাকা দিয়ে পড়ার কারণে তার অভিভাবকের দাপট দেখে মুগ্ধ। ফলে শিক্ষক তার কাছে টাকায় কেনা এক সামগ্রী। আলাদা যে সম্মানের সংস্কৃতি আমরা হাজার বছর ধরে লালন করে এসেছি তা হারিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। অর্থ নয়, বিত্ত নয়, সম্মানের যে আসনটি শুধু শিক্ষকের জন্য বরাদ্দ ছিল তা নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। মালিক শ্রেণী মাসে মাসে টাকার পাহাড় গড়ে তুলছেন আর শিক্ষক তার শক্তি, সামর্থ্য নিঃশেষ করে শিক্ষা দান করে যাচ্ছেন নামমাত্র বেতনে। কিন্ডারগার্টেনগুলোতে শিক্ষকদের বেতন দেয়া হয় নামমাত্র। এদের কোনো প্রশিক্ষণ থাকে না। শিক্ষাগত যোগ্যতারও কোনো সীমারেখা নির্ধারিত নেই। বছর বছর শিক্ষার্থীদের বেতন বেড়েই চলছে। যতোই বেতন বাড়ছে ততোই ভালো স্কুল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। মালিক শ্রেণী তাদের মুনাফা অর্জনের জন্য শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে নানাভাবে অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা উপার্জন করছে কিন্তু শিক্ষকদের জন্য থেকে যাচ্ছে শুভঙ্করের ফাঁকি।

'কথায় বলে, সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেব কোথা'। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনে তিনি তাদের পরামর্শ চেয়েছেন। দেশের বড় বড় শিক্ষাবিদ তাদের অভিমত ব্যক্ত করে দুর্নীতি রোধে নিজেদের মতামত দিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, দুর্নীতি রোধ অথবা নীতিনির্ধারণ কোনো বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো প্রাথমিক শিক্ষককে ডাকা হয় না। মাঠ পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যারা কাজ করেন তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের নির্ভয়ে ব্যক্ত করা মতামত ছাড়া দুর্নীতি দমন কি সম্ভব? অনেক বছর ধরে তিল তিল করে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির যে বিষবৃক্ষটি ডালপালা বিস্তার করে মহীরুহ হয়েছে তা উৎপাটন করা খুব সহজ নয়। আপাতত সংস্কার করা যেতে পারে ভিত। আর প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু হতে পারে অভিযান।

মিরপুরের এক প্রতিষ্ঠিত কোচিং সেন্টারের মালিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন- শিক্ষকদের চাওয়া-পাওয়া থাকবে সীমিত। মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা উপার্জনকারী এই জ্ঞানী ব্যক্তির মতো অনেকেই কথায় কথায় উপদেশের বাণী আওড়ায়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শ্রেণীতে পাঠদান করেন না। শিক্ষকদের বেশি বেতনের কী প্রয়োজন এ ধরনের নানা মন্তব্য করেন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেন না যিনি জাতির মেরুদণ্ড গড়ার দায়িত্বে রত তার মেরুদণ্ডটি শক্ত করার দায়িত্ব সবার আগে।

> 'দিন বদলের সনদ' নিয়ে যারা ক্ষমতায় এসেছেন মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, তারা দিন বদলের জন্য শিক্ষকদের জীবনচিত্র পাল্টে দিয়ে তাদের মানুষ গড়ার কাজে বাধ্য হয়ে নয় আনন্দচিত্তে, মহান কর্তব্য হিসেবে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দেবেন এ প্রত্যাশা এতোদিনের অবহেলিত শিক্ষক সমাজের। খাদ্যের প্রয়োজনে আজ যেমন আমরা কৃষকের কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি তেমনি শিক্ষার প্রয়োজনে, মানুষ গড়ার প্রয়োজনে আমরা শিক্ষকদের নিয়ে ভাবতে বাধ্য। দিন বদলের প্রয়োজনে শিক্ষা নীতির পরিবর্তন যেমন প্রয়োজন তেমনি শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করবেন যে শিক্ষক তার জীবনের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন।

একজন সৈনিক তার দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেমন তার পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করেন, তেমনি একজন শিক্ষককেও এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তিনি তার পেশাকে পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। কারো রক্তচক্ষু, আইনের শাসন অথবা শাস্তির ভয়ে নয় মহান এবং পবিত্র দায়িত্ব মনে করে শিক্ষক তার শিক্ষাদান সম্পন্ন করবেন। শিক্ষকদের মনে তার পেশা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তাকে দিতে হবে সম্মানজনক সম্মানী। পেশাগত জীবনে তাকে দিতে হবে স্বাধীনতা এবং সম্মানজনক অবস্থান। তার জন্য আকর্ষণীয় এক জীবনমান গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষানীতি নির্ধারণের সময় আমরা উন্নত দেশের শিক্ষকের জীবনমানের প্রতি দৃষ্টি দেই। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উন্নত দেশের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে অনুসরণ করি। শুধু উন্নত দেশের শিক্ষকের জীবনমানের প্রতি দৃষ্টি দেই না।

যুগের পর যুগ একজন শিক্ষক মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখে জীবন পার করে দেবেন। তার কৃতী শিক্ষার্থীর স্মৃতি রোমন্থন করে সৃষ্টির আনন্দে ভাসবেন সে যুগের অবসান হয়েছে। জীবন ব্যয় এখন অনেক বেড়েছে। শিক্ষকতা পেশায় এগিয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা। শুধু স্বপ্নের ভেলায় ভেসে বেড়াতে এরা চায় না। সমাজের বহু বছরের তৈরি করা শিক্ষকদের জন্য দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত হয়ে এরা স্বপ্ন দেখে শিক্ষকদের জন্য আধুনিক জীবনমানের, যা হবে সবার জন্য ঈর্ষণীয়।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা আনয়নের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন উভয় ক্ষেত্রে একই সিলেবাস অনুসরণ করা উচিত। কিন্ডারগার্টেনগুলোর জন্য নীতি নির্ধারণ জরুরি। প্রশাসনিক জটিলতা এবং হয়রানি থেকে শিক্ষকদের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। শিশু মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষক মনোবিজ্ঞান পর্যালোচনা করে একজন শিক্ষকের পক্ষে প্রতিদিন কয়টি ক্লাস নেয়া সম্ভব তা ভেবে দেখা উচিত।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বিলাসবহুল খাবার খেতে খেতে নিরন্ন মানুষের সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে। সমস্যা সমাধানের আগে সমস্যার ধরন এবং কারণ নির্ধারণ করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন মানুষের কাছাকাছি থেকে যারা সমস্যা অনুধাবন করে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।

'দিন বদলের সনদ' নিয়ে যারা ক্ষমতায় এসেছেন মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, তারা দিন বদলের জন্য শিক্ষকদের জীবনচিত্র পাল্টে দিয়ে তাদের মানুষ গড়ার কাজে বাধ্য হয়ে নয় আনন্দচিত্তে, মহান কর্তব্য হিসেবে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দেবেন এ প্রত্যাশা এতোদিনের অবহেলিত শিক্ষক সমাজের। খাদ্যের প্রয়োজনে আজ যেমন আমরা কৃষকের কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি তেমনি শিক্ষার প্রয়োজনে, মানুষ গড়ার প্রয়োজনে আমরা শিক্ষকদের নিয়ে ভাবতে বাধ্য। দিন বদলের প্রয়োজনে শিক্ষা নীতির পরিবর্তন যেমন প্রয়োজন তেমনি শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করবেন যে শিক্ষক তার জীবনের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন। শিক্ষকের শিক্ষাদান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তার সামর্থ্য কতোটুকু তাও ভাবতে হবে। শিক্ষকের মাথায় যদি চাল, ডাল, তেল-নুনের ভাবনা থাকে তাহলে শিক্ষাদান তার পক্ষে কতোটুকু সম্ভব তা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষকদের গড়ে তুলতে হবে এমনভাবে যাতে তিনি মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যোগ্য হন এবং তার জন্য সমাজে গড়ে তোলা হয় ঈর্ষণীয় সম্মানজনক এমন এক অবস্থান যা শিক্ষার্থীর জন্য প্রত্যাশার এবং আদর্শের প্রতীক হবে।

শাকিলা নাছরিন পাপিয়া: শিক্ষক।